"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-অভিমান মানুষকে কাঁদায়। দেহী-অভিমানী হয়ল থাকলে সঠিক পুরুষার্থ হবে, হৃদয়ে সত্যতা থাকবে, বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো (অনুসরণ) করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - যেকোনও পরিস্থিতি বা দুর্যোগের স্থিতিতে নির্ভয় এবং একরস কখন থাকতে পারবে?

*উত্তরঃ - যখন ড্রামার এই জ্ঞানের উপরে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকবে। কোনও বিপদ-আপদ সামনে হাজির হলে তখন বলবে - এটা ড্রামাতে ছিল। কল্প পূর্বেও একে পার করেছিলাম, এতে ভয় পাওয়ার কোনও কথাই নেই। কিন্তু বাচ্চাদেরকে মহাবীর হতে হবে। যারা বাবার সহায়তাকারী সুপুত্র বাচ্চা হবে, সদা বাবার হৃদয়ে বিরাজমান থাকে, এইরকম বাচ্চারাই সর্বদা স্থির থাকে, তাদের অবস্থা একরস থাকে।

*গীতঃ- ও দূরদেশের অভিযাত্রী …

ওম্ শান্তি । যখন বিনাশের সময় হয়, তখন কিছুজন তো বেঁচে যায়, রামের সেনা বা রাবণের সেনা দুই পক্ষেরই কিছু অবশ্যই বেঁচে যায়। তখন রাবণের সেনা চিৎকার করতে থাকে। এক তো আমরা সাথে যেতে পারলাম না আবার শেষ সময়ে অনেক কষ্ট হয়, কেননা অত্যন্ত ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যারা অনন্য হবে, তারাই বিনাশ দেখার যোগ্য হবে। তারাই সাহসী হবে। যেরকম অঙ্গদের জন্য বলা হয় যে সে স্থির ছিল তাই না। বাচ্চারা, তোমরা ছাড়া আর কেউই এই বিনাশ দেখতে পাবে না। এমন ত্রাহি-ত্রাহি হবে যে অপারেশন করার জন্য কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এসব তোমরা সম্মুখে দেখতে পাবে। হাহাকার হতে থাকবে। যারা ভালো অনন্য বাচ্চা হবে, বাবার সহায়ক সুসন্তান হবে, তারাই হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। হনুমান কোনও একজন ছিলো না। সব হনুমান, মহাবীরদেরই মালা আছে। রুদ্রাক্ষ মালা হয়, তাই না। রুদ্র ভগবানের মালার নামই হল রুদ্র মালা। রুদ্রাক্ষ এক অনন্য বীজ। রুদ্রাক্ষের মধ্যেও কোনোটা রিয়েল, কোনোটা আর্টিফিশিয়াল হয়ে থাকে, সেই মালা ১০০ টাকাতেও পাওয়া যায় আবার ২ টাকাতেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিসই এইরকম। বাবা হিরের মতো তৈরী করছেন, তাঁর তুলনায় সবই আর্টিফিশিয়াল হয়ে যায়। সত্য পরমাত্মার সামনে সবই হল মিথ্যা ওয়ার্থ নট এ পেনি (এক পয়সারও মূল্য নয়)। একটা প্রবাদ আছে - সূর্যের সামনে অন্ধকার কখনও লুকাতে পারে না। এখন ইনি হলেন জ্ঞান সূর্য, তাঁর সামনে অজ্ঞান কখনও লুকোতে পারবে না। তোমাদের এখন সত্য বাবার দ্বারা সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো সত্য ঈশ্বর বাবার জন্য সাধারণ মানুষ যাকিছু বলে তা সবই হল মিথ্যা।

এখন তোমরা বোঝাও যে - গীতার ভগবান হলেন শিব, নাকি দৈবী গুণযুক্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। এখন হল সঙ্গম যুগ, পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন জ্ঞান গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষ মনে করে - জ্ঞান প্রদান করছে। কতোখানি পার্থক্য হয়ে যায়। তিনি হলেন বাবা, আর ইনি হলেন বাচ্চা। বাবাকে একদম গুপ্ত করে দিয়েছে আর বাচ্চার নাম রেখে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে সত্য অবশ্যই সামনে আসবে। প্রথম মুখ্য কথাই হল এর উপর। সর্বব্যাপী কেন মনে করে? কেননা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এইসব কথাগুলিকে তোমরাই জানো। শ্রীকৃষ্ণ অথবা দেবী-দেবতাদের যে আত্মারা আছে, তারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছে। গাওয়াও হয় যে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল… আমরাই সবার আগে বাবার থেকে আলাদা হয়েছিলাম। বাদবাকি সকল আত্মারা তো বাবার সাথে সেখানেই ছিল। এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও কেউ বিরল (ব্যতিক্রমী) আছে, যে যথার্থ রীতিতে বোঝাতে পারে। দেহ-অভিমানই অনেক কাঁদায়। দেহী-অভিমানীরাই সঠিক পুরুষার্থ করবে তো ধারণাও খুব ভালো হবে, এইজন্য বলা হয় ফলো ফাদার। অ্যাক্ট-এও ফাদার আসেন। ফাদার তো দুটি হয়ে যায়। এটা কোন্ ফাদার বলছেন, সেটা তোমরা থোড়াই বুঝতে পারো। কেননা বাপদাদা দুজনই এই শরীরে আছেন। একজন, যিনি অ্যাক্ট-এ আসেন, তাকে ফলো করা হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও দেহ-অভিমানে থাকে, কেননা বাবাকে স্মরণ করে না। যে যোগী নয়, সে ধারণাও করতে পারবে না। এখানে তো সততা চাই। সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে। যেটা শুনছো, সেটা ধারণ করে অন্যদেরকে বোঝাতে থাকো। নির্ভয় থাকতে হবে। ড্রামার উপর নিশ্চিত থাকতে হবে। কোনও বিপর্যয় ইত্যাদি এলে মনে করতে হবে - এটা ড্রামাতে ছিল। কষ্ট তো পাশ করে এসেছো তাই না। তোমরা সবাই হলে মহাবীর তাই না। তোমাদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ৮ জন খুব ভালো মহাবীর আছে, ১০৮ তার থেকে কম, ১৬ হাজার তার থেকেও কম। হতে তো অবশ্যই হবে। এই বাদশাহী কল্পপূর্বেও স্থাপন হয়ে ছিল, সেটা পুনরায় হবে। অনেকে

সংশয়ে এসে ছেড়েও দেয়। নিশ্চয় থাকলে এইরকম বাবাকে থোড়াই ছেড়ে দেবে। জোর করে জ্ঞান অমৃত পান করানো হয়, তাও পান করে না, যেরকম ছোটো বাচ্চারা হয়, তাই না। বাবা জ্ঞান দুধ পান করাচ্ছেন, তাও পান করে না, একদম মুখ ঘুরিয়ে নেয় তো কোনও কাজেরই থাকে না। বলে দেয় যে - আমরা মাতা পিতার থেকে কিছুই চাই না, আমি শ্রীমতে চলতে পারবো না তো শ্রেষ্ঠ কিভাবে হবো? ভগবানের হল শ্রীমৎ । তো এইরকম একটা স্লোগান লিখতে হবে যে - নিরাকার জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন ভগবান শিবাচার্য উবাচঃ - মাতা হলো স্বর্গের দ্বার। বোঝানোর জন্য বুদ্ধিতে পয়েন্টস্ রাখতে হবে। স্টুডেন্ট অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে হবে। ড্রামাতে তারা নিজ-নিজ পার্ট অভিনয় করছে। দুঃখে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। দূরদেশে বাবা থাকেন। তাঁকে আমরা আত্মারা স্মরণ করি। দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখের সময়ে একজনও স্মরণ করে না। এখন তো দুঃখের দুনিয়া তাই না। এটা বোঝানো খুবই সহজ। সবার প্রথমে তো বোঝাতে হবে যে বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপক, তো কেন আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার নেবো না। এটাও জানে যে সবাই উত্তরাধিকার পাবে না। সবাই স্বর্গে এসে গেলে তো নরকই থাকবে না। বৃদ্ধি কিভাবে হবে?

এই রকম তো গাওয়াই হয়েছে যে - ভারত হলো অবিনাশী খন্ড অর্থাৎ অবিনাশী বাবার বার্থ প্লেস । ভারতই স্বর্গ ছিল। আমরা আনন্দের সাথে বলে থাকি যে - ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। অবশ্যই স্বর্গের মালিকদের চিত্র তো রয়েছে না! বলা হয় যে খ্রাইস্টের ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। অবশ্যই ভারতেই সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীরা ছিল। তাদের চিত্র রয়েছে। কতখানি সহজ বিষয়। বুদ্ধিতে এই নলেজ চলতে থাকে। বাবার আত্মাতে এই নলেজ ছিল, তবেই তো তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে ধারণা করিয়েছেন। তিনি হলেনই নলেজফুল। তারপর তিনি বলেনও যে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমি রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা তারা রাজাদেরও রাজা হয়ে যায়। তারপর এই নলেজ প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । এখন পুনরায় আবার তোমরা প্রাপ্ত করছো। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হবে, এর জন্য অত্যন্ত ভালো ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধি চাই। বাবা নিজের কাছে কখনোই ভালো ভালো বস্তু রাখেন না। তিনি তো বলবেন যে, এত বড় বড় বাড়িঘর ইত্যাদি বানিয়েছি সবই হলো বাচ্চাদের থাকার জন্য। নাহলে বাচ্চারা এসে কোথায় থাকবে? একদিন তো সব বাড়িঘর আমাদের হাতেই চলে আসবে। ভগবানের দ্বারে অসংখ্য ভক্তের ভিড় তো হতেই থাকে না! তারা তো অনেক ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। প্র্যাকটিক্যালে তো ইনিই হলেন ভগবান। তোমরা বুঝতে পারো যে কতখানি ভীড় হতে পারে! জগতে তো কতো অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। মেলা হলে তখন কতো ভীড় হতে থাকে। কখনো কখনো তো নিজেদের মধ্যে বচসাতেও জড়িয়ে পড়ে। ভীড়ের কারণে কত মানুষের মৃত্যুও হয়। অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তো এই স্বদর্শনচক্র হলো অত্যন্ত কাজের। শ্লোগানও অবশ্যই লিখে দেওয়া উচিত। পরবর্তী কালে মাতাদের সামনে সকলকে নত হতে হবে। তারা শক্তিদের এই রকম চিত্র বানিয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদের জন্য জ্ঞান বারুদ তৈরী করান। তিনি বাচ্চাদেরকে বলেন প্রমাণিত করে মানুষকে বলো। সেটা তো সহজ। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, সাধুরা সাধনা করে - ভগবানের সাথে মিলনের জন্য। গড ফাদার বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই আমরা হলাম তাঁর সন্তান। ব্রাদারহুড বলা হয় না! হিন্দু - চীনি ভাই-ভাই। তাহলে তো বাবা একজনই হলেন তাই না? শারীরিক দিক থেকে এরপর ভাই-বোন হয়ে যায়, তাই বিকারের দৃষ্টি হতে পারে না। এ হলো পবিত্র থাকার যুক্তি। বাবাও বলেন - কাম হলো মহাশত্রু। কিন্তু যদি কেউ সেটা বোঝে। মুখ্য হলো একটিই কথা - ভগবান হলেন সকলের বাবা। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাহলে উত্তরাধিকার বাবার থেকেই পাওয়া উচিত। উত্তরাধিকার ছিল, এখন তোমরা হারিয়ে ফেলেছো। এ হলো সুখ - দুঃখের খেলা। এটা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সত্যকে ধারণ করে বাবার প্রতিটি অ্যাক্টকে ফলো করতে হবে। জ্ঞান-অমৃত পান করে অন্যদেরও পান করাতে হবে। নির্ভয় হতে হবে।

২) আমরা সবাই হলাম ভগবানের সন্তান, পরস্পর হলাম ভাই-ভাই - এই স্মৃতিতে নিজের দৃষ্টি-বৃত্তিকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখে তাকে সেবাতে ব্যবহারকারী আশীর্বাদের পাত্র ভব

বাপদাদার যেমন প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে আর সকলের মধ্যে কোনো না কোনো

বিশেষত্ব রয়েছে, তাই সকলকে তিনি ভালোবাসেন। তাই তোমরাও প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখো। হংস যেমন পাথরকে বাদ দিয়ে রত্নকে বেছে নেয়, তোমরা হলে হোলিহংস। তোমাদের কাজ হলো প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখা আর তাদের সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগানো। তাদের বিশেষত্বকে উৎসাহিত করে, তাদেরকে দিয়েই তাদের বিশেষত্বকে সেবাতে লাগাও, তাহলে তাদের আশীর্বাদ তোমরা প্রাপ্ত করবে। আর তারা যে সেবা করবে তার শেয়ারও তোমরা পেয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- বাপদাদার সাথে এইরকম কম্বাইন্ড থাকো যাতে তোমাদের দ্বারা অন্যদের বাবার স্মরণ এসে যায় ।

মাতশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য -

"তমোগুণী মায়ার বিস্তার"

সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী এই তিন শব্দ বলা হয়। এর যথার্থ অর্থ বোঝাটা জরুরী। মানুষ মনে করে যে এই তিন গুণ একসাথে চলতে থাকে। কিন্তু বিবেক কি বলে - এই তিন গুণ একসাথে চলে আসছে, নাকি তিন গুণের পার্ট আলাদা আলাদা যুগে হয়ে থাকে? বিবেক তো এই রকমই বলে যে এই তিন গুণ একসাথে চলতে পারে না। যখন সত্যযুগ রয়েছে তখন সতোগুণ রয়েছে, দ্বাপর হলে রজোগুণ রয়েছে আর কলিযুগ হলে তখন তমোগুণ রয়েছে। যখন সতোগুণ রয়েছে তখন তমঃ, রজঃ নেই, যখন রজঃ রয়েছে তো তখন সতোগুণ নেই। এ তো মানুষ এরকমই মনে করে বসে আছে যে এই তিনটি গুণ একসাথে চলে আসছে। এই কথা বলা একেবারেই ভুল। তারা মনে করে যে যখন মানুষ সত্য কথা বলে, পাপকর্ম করে না, তো তখন সে সতোগুণী হয়ে থাকে। কিন্তু বিবেক বলে যে যখন আমরা বলে থাকি সতোগুণ, তো সেই সতোগুণের অর্থ হলো সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ কিনা সমস্ত সৃষ্টি সতগুণী। বাকি এইরকম বলা যাবে না যে সত্য কথা বললেই সে সতোগুণী আর যে মিথ্যা কথা বলছে সে কলিযুগী তমোগুণী, এইরকমই দুনিয়া চলে আসছে। এখন যখন আমরা সত্যযুগ বলি তো তার অর্থই হলো সমগ্র সৃষ্টিতে সতোগুণ সতোপ্রধান চাই। হ্যাঁ কোনো সময় এইরকম সত্যযুগ ছিল, যেখানে সমগ্র জগৎ সংসার সতোগুণী ছিল। এখন সেই সত্যযুগ নেই, এখন তো হলো কলিযুগী দুনিয়া অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিতে তমোপ্রধানতার রাজত্ব । এই তমোগুণী সময়ে তাহলে সতোগুণ কোথা থেকে এলো? এখন হলো ঘোর অন্ধকার, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ব্রহ্মার দিন হলো সত্যযুগ আর ব্রহ্মার রাত হলো কলিযুগ। তো এই দুটোকে একসাথে মেলানো যায় না। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;